দৈনিক খবর

ঢাকা শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৯৪ বাংলা

তারিখ 16 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

020

শিশু শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা

অল্প বয়সী শিশু-কিশোর শিল্প শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছে সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ, এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটা স্কীম তৈরী এবং শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা জানার জন্য জরিপ চালানোরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিশু শ্রমিকদের প্রাইমারী শিক্ষা প্রদানের জন্য ইতিমধ্যেই নারিন্দা ধোলাইখাল এলাকায় দু'টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা যায়। দেশের অন্যান্য অংশেও পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রাইমারী স্কুল খোলা হবে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব স্কুল পরিচালনার জন্য বিশেষ কমিটি থাকবে। শিশু শ্রমিকরা সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে এসব স্কুলে সকাল ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ক্লাস করবে। তারা কারখানায় তাদের কাজে হাজির হবে সকাল ১০টা থেকে। এখন তারা কাজে যায় সকাল ৮টায়। শিশু শ্রমিকদের জন্যে এই শিক্ষা প্রকল্প ছাড়া তাদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, তবুও সরকার একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকদেরকে শিশু শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের বেতনের বর্ধিত অংশ সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা থাকবে। এসব শিশু যখন তাদের প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করবে তখন তাদের হাতে সঞ্চয়কৃত অর্থ তুলে দেয়া হবে, যাতে এসব শিশু নিজ পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এই অর্থ কাজে লাগাতে পারে।

দেশে শিশু ও কৃষক শ্রমিকদের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বাড়ছে, এ তথ্য আমাদের কারো অজানা নয়। সংবাদপত্রে প্রতিনিয়তই শিশু শ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের দারিদ্র্যপ্রপীড়িত সমাজের চারপাশে একটু তাকালেই বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যায়। শিশু ও কিশোর শ্রমিকরা ভারী এবং হালকা প্রায় সব ধরনের শ্রমেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখছে, এই দৃশ্য অহরহই আমাদের চোখে পড়ে। বাসায় বাসায় চাকরগিরি থেকে শুরু করে হোটেল-রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ, রিকশা চালানো, বাস-ট্রাকে হেল্পারী, বিভিন্ন ওয়ার্কশপে লেবারের কাজ, ইট ভাঙ্গা তথা বিভিন্ন শিল্প-কারখানার শ্রমিক হিসেবে তারা নামমাত্র বেতন বা মজুরির বিনিময়ে ১০/১২ ঘন্টা এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ১৬ ঘন্টাও কাজ করছে। এসব শিশু ও কিশোর শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা বলা দুষ্কর। কেননা দেশে এ পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা জানার জন্যে কোন জরিপ কার্যে হাত দেয়া হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে এটা বোঝা যায় যে, বহুসংখ্যক শিশু-কিশোরই বহুবিধ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে এবং এদের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বাড়ছে।

সবাই জানেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অর্থাৎ আইএলও অনেক আগেই শিশু শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আইনগত ও মানবিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই শিশু শ্রম সমর্থনযোগ্য নয়। যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবে, মা-বাবা, ভাই-বোন তথা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত পরিবেশে লেখাপড়া ও খেলাধূলা করে সময় কাটাবে— মানব জীবনের সেই আনন্দঘন অধ্যায়টুকু এসব হতভাগ্য শিশু শ্রমিকদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নিতান্ত বাস্তবতার কষাঘাতে। দারিদ্র্য তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থাই যে এর মূল কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অল্প বয়সে অভিভাবক হারিয়ে আবার অনেক সময় অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে অনেক শিশু-কিশোরের জীবনই শৈশবাবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যার দরুন স্বাভাবিক জীবনের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শৈশব অথবা কৈশোরেই তাদের জীবন সংগ্রামে নামতে হয় জীবিকার সন্ধানে। অনেক সময় চরম দরিদ্র ও অক্ষম পিতা-মাতাকে সাহায্য করার জন্যেও কাঁচা বয়সে শিশু-কিশোরদের কাজ নিতে হয়। এটা তাদের জন্যে যেমন দুর্ভাগ্যজনক, জাতির জন্যেও তেমনি কম দুর্ভাগ্যজনক নয়। কেননা এসব শিশু ও কিশোর শ্রমিকদের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারাও যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেতো তেমনি জাতিও তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সেবা পেয়ে উপকৃত হতে পারতো বৈকি!

পৃথিবীর উন্নত এবং উন্নয়নশীল অনেক দেশেই অসহায় শিশু-কিশোরদের শিক্ষা এবং লালন-পালনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় অনেক প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। আমাদের দেশে সে রকম সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। দেশে যে স্বল্পসংখ্যক এতিমখানা রয়েছে এবং দু'একটি বিদেশী সেবা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। পর্যাপ্ত ব্যবস্থার জন্যে সরকার যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন সেই সঙ্গতিও আমাদের বর্তমান অবস্থায় নেই। অন্যদিকে সে রকম কোন সুব্যবস্থা ব্যতিরেকে শিশু শ্রম বন্ধ করাও বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। তাই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সে ধরনের সিদ্ধান্তের কথা না ভেবে শিশু ও কিশোর শ্রমিকদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের যে উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাকে এক কথায় আমরা প্রশংসনীয় বলেই আখ্যায়িত করবো। আমরা আশা করবো, সরকার দ্রুত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবেন। দেশের কর্মজীবী প্রতিটি শিশু এবং কিশোরই যাতে এই সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, এসব শিশু-কিশোর শ্রমিকদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে। আর পরিকল্পনামাফিক তাদের জন্যে যদি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস এবং শক্তি দুই-ই তারা পাবে। এজন্যে শুধু পরিকল্পনা গ্রহণ করলে চলবে না, পরিকল্পনাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে সেই প্রচেষ্টাও সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। স্কুলে পড়ার জন্যে